The Telegraph NO ONE KNOWS OUR CITY BETTER
METRO
CALCUTTA WEDNESDAY 10 FEBRUARY 2021

South Point: Health form every evening

JHINUK MAZUMDAR

Calcutta: Students and employees of South Point High School will have to submit a health declaration form online by the evening if they are required to attend school the next day.

The form will include questions on whether they have been in contact with a Covid patient in the last 14 days and other health related issues, such as whether they are running a temperature.

"A health declaration form will mandatorily be required to be filled in online by parents of all students and staff who are required to attend school on any given day.... Emails will be automatically sent to the respondents based on their replies, as to whether they are allowed to attend school the following day or not," the school said in a statement issued on Tuesday.

South Point High School is reopening on February 12 with students of Class XII. Not all students are expected to turn up every day.

The state government has allowed schools to reopen from February 12 for students of Classes IX to XII.

"It is a combined effort of everyone to ensure the safety of all others.... One will think twice before giving any false declaration," said Krishna Damani, a trustee of South Point.

The form will be available online till night and individual acknowledgements will be sent by the school.

Officials of the school said the system would ensure smoother functioning and avoid situations where the management might have to turn away someone from the gate for running a temperature.

The authorities said they were taking the necessary steps for the safety of everyone at the school.

"We have to ensure that all occupants of the building are safe and hope that will reassure the parents who are afraid to send their children to school," Damani said.

TIMES CITY
THE TIMES OF INDIA, KOLKATA | WEDNESDAY, FEBRUARY 10, 2021

Cov fight: Schools go for smaller sections to allow only 10-12 students in a classroom

Jhimli.Mukherjeepandey
@timesgroup.com

Kolkata: It is possible that a child might not get to physically see his/her best friend while in school and that might take away half the excitement of going back to school after nearly a year. Most schools have divided every section into smaller sub-sections so that not more than 10-12 boys and girls are put together in a classroom. On Tuesday, such minute divisions were done and classrooms were allotted to each roll number.

At the end of the day, anything between 50-100 classrooms were readied to hold just a handful of students from IX-XII. Each child will be given his/her specific route to the room/lab allotted and will not be allowed to move anywhere else but the washroom.

Principals have started addressing students and parents and this will continue till Wednesday. On Thursday and Friday, school counsellors will take over to address any doubt.

There will be breaks between classes but kids will only be allowed to shout across to each other and not go up to each other's seats, exchange notes or exercise copies, leave alone doing the high five. They have to have tiffin alone sitting on the desk and no sharing will be allowed. A teacher will be present in the classroom all the time to ensure that there is no deviation.

The privacy of the washroom is also gone since these will be monitored throughout the school day not only by housekeeping staff but also teachers who will monitor washrooms on a rotational basis.

"It looks and feels like a war. We will have 50% students on campus from IX-XII daily, spread over five full floors. Each child comes to school thrice a week. There will be no online teaching for these classes. For Class-XII Science, only lab seating has been arranged and they will not be allowed to go anywhere else, except the washroom," said Indrani Chattopadhyay, principal of DPS Ruby Park.

At La Martiniere for Girls, too, classes X and XII will come in first and arrangements have been made to divide and subdivide them in many classes. "It's a big school and space is thankfully not an issue with us," said principal, Rupkatha Sarkar.

Tripods, cameras and numerous laptops have been rolled into 50 classrooms of Birla High School. A teacher physically teaches a group of 10 boys but she is live-streamed to the other sections too, said principal Loveleen Saigal. "This has been done to ensure that teachers do not have to repeat the same lesson," she added. At DPS New Town, subject-wise divisions have been made and the school is bringing in only 25 students per subject.

Schools are either formally sending health declaration forms or are verbally asking parents to declare if anyone in the family had been affected by Covid over the past 15 days. South Point School is sending such forms out which parents have to fill in and send every evening to get a pass for their child for the next day. South Point School was awarded the Workplace Assessment for Safety and Hygiene — Wash Certificate on Tuesday by the Quality Council of India. Heritage School is among the many who are counselling parents not to send kids if there has been a case of Covid in the family over the last fortnight or whether they have been in touch with a patient outside the family during this time. "It's just to make sure that the kid doesn't infect others," said Seema Sapru, principal of the school.

GUIDELINES AT A GLANCE

School reopening SOP

- No assembly for prayer
- No sharing of tiffin during lunch breaks
- 10-minute awareness on Covid protocol
- No visitor or guardian to be allowed on school premises
- Schools can appoint one or more class-wise health-and-hygiene monitors among students
- All group activities will remain suspended
- Prayer sessions inside classrooms

Going the extra mile

- Dividing every section into smaller sub-sections
- Only 10-12 kids will be put together in a classroom
- Each child will be given specific route to the room/lab allotted and will not be allowed to move anywhere else but the washroom
- Breaks between classes but kids will be allowed to shout across and not to go up to each other's desks
- Even tiffin has to be had alone sitting on the desk and no sharing will be allowed

Pic: Basabdatta Sarkar

Campuses of South Point School and Mahadevi Birla World Academy (right) being sanitized

TOI | FEB 4, 2021

Don't blame us if kids fall ill once classes start: Schools to parents

'Students Can Continue With Online Lessons'

মার্চে বাড়ছে না ফি, জানাল অধিকাংশ স্কুলই

নিজস্ব সংবাদদাতা

নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়াদের জন্য স্কুলের দরজা আগামী ১২ তারিখ খুলে গেলেও এই শিক্ষাবর্ষ, অর্থাৎ ৩১ মার্চ পর্যন্ত স্কুলের ফি বাড়ানো হবে না বলেই জানিয়ে দিলেন শহরের অধিকাংশ স্কুল কর্তৃপক্ষ।

দক্ষিণ কলকাতার সাউথ পয়েন্ট স্কুলের ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য কৃষ্ণ দামানি জানিয়েছেন, নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়াদের জন্য স্কুল খুলে গেলেও স্কুল কর্তৃপক্ষ এখনই ফি না বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কৃষ্ণ বলেন, "৩১ মার্চ পর্যন্ত আমাদের স্কুল কোনও রকম ফি বাড়াবে না। করোনার কারণে হাইকোর্টের নির্দেশে পড়ুয়ারা যে ছাড় এখন পাচ্ছে, তা আগামী ৩১ মার্চ পর্যন্তই পাবে।"

একই কথা বলেছেন রামমোহন মিশন স্কুলের অধ্যক্ষ সুজয় বিশ্বাস। তিনি বলেন, "হাইকোর্টের রায়ের পরেই আমরা অভিভাবকদের জানিয়ে দিয়েছিলাম, ২০২১ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত ফি বাড়ানো হবে না। আদালতের নির্দেশে যে ছাড় পড়ুয়ারা পাচ্ছে, তা আগামী ৩১ মার্চ পর্যন্ত পাওয়া যাবে। সেই সিদ্ধান্তই আমরা আপাতত বহাল রাখছি।"

ডিপিএস নর্থ কলকাতার অধ্যক্ষা সুজাতা চট্টোপাধ্যায়ও জানিয়েছেন, আদালতের নির্দেশ মোতাবেক ধার্য হওয়া ফি ৩১ মার্চ পর্যন্ত নেওয়া হবে। তিনি বলেন, "আমরা জানি যে, কোভিড পরিস্থিতির জন্য অনেক অভিভাবকেরই জীবন ও জীবিকা নানা ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাই হাইকোর্টের নির্দেশে আমরা ৩১ মার্চ পর্যন্ত যে ছাড় দিয়েছিলাম, সেই ছাড়ই চলবে।" নিউ টাউন স্কুলের সিইও বিনীত কানসাল জানিয়েছেন, তাঁরাও ৩১ মার্চ পর্যন্ত ফি না বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। স্কুল খোলার পরেই তাঁরা বিষয়টি ফের নিজেদের মধ্যে পর্যালোচনা করে দেখবেন।

তবে লা মার্টিনিয়ারের সচিব সুপ্রিয় ধর অবশ্য জানিয়ে দিয়েছেন, স্কুল খুললেই ফি আগে যা ছিল, সেই অবস্থায় ফিরিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সুপ্রিয়বাবু বলেন, "আমাদের ইচ্ছে আছে, স্কুল খুললেই আমরা আমাদের পুরনো ফি-তে চলে যাব। আমাদের পক্ষে আর কোনও ছাড় দেওয়া সম্ভব নয়।"

অভিভাবকদের একটি সংগঠন 'ইউনাইটেড গার্ডিয়ান্স অ্যাসোসিয়েশন'-এর রাজ্য সম্পাদক সুপ্রিয় ভট্টাচার্যের অবশ্য অভিযোগ, কয়েকটি স্কুল এখন হাইকোর্টের নির্দেশ না মেনে আগের হারেই ফি নিচ্ছে। যে সমস্ত পরিচিত স্কুল এখন নিচ্ছে না, তার ফি-ও নেওয়া হচ্ছে বলে তাঁদের অভিযোগ। সুপ্রিয়বাবু বলেন, "৩১ মার্চের পরে নতুন শিক্ষাবর্ষেও যাতে ফি না বাড়িয়ে ২০২০-'২১ সালে ধার্য হওয়া পুরনো ফি নেওয়া হয়, সেই দাবি জানাচ্ছি আমরা। এর জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে স্মারকলিপি পাঠানো হচ্ছে আমাদের তরফে।"

অন্য দিকে, কয়েকটি স্কুল কর্তৃপক্ষের আবার অভিযোগ, হাইকোর্টের নির্দেশ মতো ফি-তে ছাড় দেওয়ার পরেও কিছু অভিভাবক নিয়মিত ফি দিচ্ছেন না। সেই কারণে আর্থিক সঙ্কটে স্কুল চালানো দিনদিনই কঠিন হয়ে পড়ছে তাঁদের পক্ষে।

■ তোড়জোড়: স্কুলে চলছে প্রস্তুতি। মঙ্গলবার, হাওড়া ময়দান এলাকায়। ছবি: দীপঙ্কর মজুমদার

ABP: P-11: 10.2.21.

Ei. Samay
dt. 11.2.21 Pg:9

কাল থেকে স্কুলে সন্তানকে ছাড়তে তৈরি মা-বাবারা

এই সময়: আগামিকাল শুক্রবার রাজ্যে সরকারি, সাহায্যপ্রাপ্ত এবং বেসরকারি স্কুলের একাংশ খুলছে। নবম থেকে দ্বাদশের পড়ুয়াদের সরাসরি স্কুলে এসে ক্লাসের অনুমতি দিয়েছে রাজ্য সরকার। প্রথম দিন থেকেই পড়ুয়াদের স্কুলে আসার বিষয়ে সম্মতি জানিয়েছেন সিংহভাগ অভিভাবক। ফলে করোনাকালে টানা ১১ মাস বন্ধ থাকার পর একসঙ্গে এত পড়ুয়া স্কুলে আসার সম্মতি জানানোয়, করোনা বিধি রক্ষায় রীতিমতো চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে চলেছে স্কুলগুলি।

শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় স্কুল খোলার কথা ঘোষণার দিনই বলেছিলেন, সরাসরি ক্লাসে আসার জন্য পড়ুয়াদের অভিভাবকের সম্মতি প্রয়োজন। করোনা আবহে এ ব্যাপারে কোনও ঝুঁকি নিতেই রাজি নন স্কুল কর্তৃপক্ষ। খুদে পড়ুয়াদের বাবা-মায়ের লিখিত অথবা মৌখিক অনুমতিও চাইছেন তাঁরা। সেইসঙ্গে চলছে স্কুলে-স্কুলে জীবাণুমুক্ত করার প্রক্রিয়াও।

বেথুন কলেজিয়েট স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা শাশ্বতী অধিকারী বলেন, 'ইতিমধ্যে ৮০ শতাংশের বেশি অভিভাবক তাঁদের সন্তানদের স্কুলে আসার বিষয়ে ক্লাস টিচারদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ অথবা স্কুলে এসে সম্মতি জানিয়েছেন। স্কুল ক্লাস শুরুর বিষয়ে কী কী ব্যবস্থা করছে, সেটাও জানতে চাইছেন।' তাঁর সংযোজন, যে অল্প সংখ্যক বাবা-মা বাচ্চাদের পাঠাতে চাইছেন না, তাঁরা আসলে যাতায়াতে অসুবিধার কথা বলছেন। সেই সমস্যার সমাধান হলেই সবাই আসবে। রামমোহন মিশন হাইস্কুলের প্রিন্সিপ্যাল সুজয় বিশ্বাসের কথায়, 'স্কুল খুলবে জেনে অভিভাবকদের পাশাপাশি পড়ুয়ারাও রোমাঞ্চিত। ফোনে ও স্কুলে এসে অনেক অভিভাবকই ইতিমধ্যে সম্মতি জানিয়েছেন। যে সব অভিভাবক স্কুলে আসছেন, তাঁদের আমরা স্কুল খোলা সংক্রান্ত প্রেজেন্টেশনও দেখাচ্ছি।' শাখাওয়াত গভর্নমেন্ট হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষিকা গার্গিয়া সিংহ মহাপাত্র জানান, করোনা স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়। ফলে অভিভাবকদের সম্মতি নিতেই হচ্ছে। কাল-পরশুর মধ্যেই সংখ্যাটা

নো মাস্ক, নো স্কুল

স্পষ্ট হয়ে যাবে।' বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট হাইস্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান রণজিৎ গরাই জানান, 'হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের পাশাপাশি অভিভাবকদের ফোরামেও স্কুলে আসায় পরিবারের সম্মতির কথা জানিয়েছি। সিংহভাগ বাবা-মা চাইছেন, সন্তানেরা স্কুলে আসুক। আমরা তাঁদের সম্মতিপত্র দিতে বলেছি।'

সেইসঙ্গে শহরের স্কুলগুলিতে শেষ পর্বের স্যানিটাইজেশন চলছে। সাউথ পয়েন্ট স্কুল ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য কৃষ্ণ দামানি জানান, স্কুলে আসার আগে পড়ুয়াদের রোজ স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ঘোষণাপত্র দিতে হবে অভিভাবকদের। সেখানে জানাতে হবে জ্বর আছে কি না, শেষ দশ দিনে কোনও কোভিড রোগীর সংস্পর্শে এসেছিল কি না। ক্যালকাটা বয়েজ স্কুল জানিয়েছে, প্রতিদিনই তারা স্কুলবাড়ি, বসার ডেস্ক ও টেবিল এবং করিডর, শৌচাগার স্যানিটাইজেশন করবে। নো মাস্ক ও নো স্কুল নীতি মানা হবে।

অভিভাবকের একাংশ অরাজি স্কুলে পরীক্ষায়

এই সময়: এগারো মাস পর স্কুল খুলছে। এর মধ্যেই ক্যাম্পাসে পরীক্ষা নিয়ে বিভিন্ন বেসরকারি স্কুলের পড়ুয়াদের অভিভাবকদের একাংশ আপত্তি তুলতে শুরু করেছেন। এমনিতে বেশির ভাগ স্কুল নবম এবং একাদশের পরীক্ষা ক্যাম্পাসে করারই পক্ষে। এতে অভিভাবকদের আর এক অংশের সায়ও মিলছে। আবার অভিনব ভারতীর মতো কিছু বেসরকারি স্কুল এ ব্যাপারে ধীরে চলো নীতি নিয়েছে। দক্ষিণ কলকাতার ওই সিবিএসই স্কুল পরীক্ষা অনলাইন এবং অফলাইন, দু'ভাবেই নেওয়ার কথা ভাবছে। সরকারি স্কুলগুলিতে আবার পরীক্ষা নেওয়া নিয়ে দ্বন্দ্ব রয়েছে। তারা সরকারের নির্দেশিকার অপেক্ষায়।

দক্ষিণের জিডি পিড়লা স্কুলে ক্যাম্পাসে ক্লাস এবং পরীক্ষা নিয়ে আপত্তি তুলেছেন অভিভাবকদের একাংশ। স্কুলের অভিভাবক ফোরামের সভাপতি সঞ্জয় ভট্টাচার্য বলেন, 'ক্লাস নাইনের পড়ুয়াদের অভিভাবকদের বড় অংশই ক্যাম্পাসে পরীক্ষা বা ক্লাসের পক্ষে নন। তাঁরা সেটা স্কুলকেও জানিয়েছেন।' সঞ্জয়ের দাবি, তেরালায় স্কুল খোলার পর যে ভাবে পড়ুয়াদের মধ্যে করোনা সংক্রমণ বেড়েছে, তা তাঁদের ভাবাচ্ছে। যদিও স্কুল সূত্রে খবর, একমাই নবম ও একাদশ শ্রেণির পরীক্ষা যে ক্যাম্পাসেই হবে, তা স্পষ্ট করে বলা হয়নি। সল্টলেকের ভারতীয় বিদ্যাভবন স্কুল দ্বাদশ শ্রেণির প্রি-বোর্ড পরীক্ষা এক বার অনলাইনে নেওয়ার পরেও আবার ক্যাম্পাসে নেবে বলে ঠিক করেছে। ওই স্কুলের একাদশ শ্রেণির এক ছাত্রীর মা পায়েল ঘোষের মতো অনেকে এর পক্ষেও। কিন্তু একাংশে অভিভাবকের আপত্তি রয়েছে।

সাউথ পয়েন্ট স্কুলে ১৫ মার্চ থেকে নবম ও একাদশের পরীক্ষা ক্যাম্পাসে হওয়ার কথাই ঘোষণা করা হয়েছে। যার বিরুদ্ধে সামাজিক মাধ্যমে অনেক অভিভাবক মুখর হয়েছেন। তাঁদের কেউ কেউ লিখেছেন, অনলাইনে পড়ানো হয়েছে গোটা বছর, পরীক্ষাটাও সে ভাবেই নেওয়া হোক। কারও কারও বক্তব্য, স্কুলে গিয়ে পরীক্ষা দিলে যদি কোনও কারণে পড়ুয়ার ফলাফল খারাপ হয় তা হলে মনোবল ভেঙে যাবে। তা ছাড়া করোনার ভয় তো আছেই। সাউথ পয়েন্টের অবশ্য বক্তব্য, করোনার ভয় দূর করতে স্কুলবাড়ি, সিঁড়ি, করিডর বিশেষ ভাবে স্যানিটাইজ করা হয়েছে। স্কুলের ট্রাস্টি বোর্ডের তরফে কৃষ্ণ দামানি বলেন, 'নবম-একাদশ খুব গুরুত্বপূর্ণ বছর। এদের পরীক্ষা অফলাইনেই হবে। বোর্ডের পরীক্ষাও হয়েছে অনলাইন পরীক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের স্কুলে কখনও ওপেন বুক ছিল না।' প্রায় একই কথা শ্রীশিক্ষায়তনের মহাসচিব রততী ভট্টাচার্য এবং ডিপিএস নর্থের অধ্যক্ষা সুজাতা চট্টোপাধ্যায়দেরও। অনেক স্কুল আবার এখনই নবম ও একাদশকে ক্লাসে ডাকছে না।

Aajkal dt. 11.2.21 P:7

কয়েকদিন পর খুলছে সাউথ পয়েন্ট হাইস্কুল। জীবাণু মুক্তির কাজ করছে কলকাতা পুরসভা। ছবি: আজকাল

Pg: 7

সংবাদ প্রতিদিন, বুধবার ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২১

প্রশংসিত সাউথ পয়েন্ট

স্টাফ রিপোর্টার : মাঝে আর একদিন। প্রায় এক বছর পরে শুক্রবার আপাতত নবম থেকে দ্বাদশ পর্যন্ত ক্লাস শুরু হবে স্কুলে। কোভিড মোকাবিলায় পরিচ্ছন্নতার নিরিখে প্রশংসিত হল সাউথ পয়েন্ট হাই স্কুল। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, স্কুল খোলার আগে গোটা স্কুলের সাফাই হয়েছে। একটি সংস্থাকে দিয়ে পরীক্ষাও করানো হয়েছে। 'কোয়ালিটি কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া' সাউথ পয়েন্টকে 'ওয়ার্ক প্লেস অ্যাসেসমেন্ট ফর সেফটি অ্যান্ড হাইজিন' শংসাপত্র (ওয়াশ সার্টিফিকেট) দিয়েছে।

Pratidin : 10.2.21.